আবু হামাস (রাহি) এর বয়ান-

জিহাদি

আমার ^ সফরঃ

তাগুতের অধীনে জিহাদ

থেকে

আল্লাহর অধীনে জিহাদ

পর্যন্ত”

মূল রিলিজ

আল হুর মিডিয়া

বাংলা সংস্করণ

ইনসাফ মিডিয়া

আমাদেরকে আপনার দোয়ায় রাখবেন

আবু হামাস (রাহিমুল্লাহ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আবু হামাস কুটলি, আজাদ কাশ্মিরের বাসিন্দা ছিলেন এবং **"শরিয়াত অথবা শাহাদাত"** এই আদর্শের কাশ্মিরের প্রথম সারির মুজাহিদদের মধ্যে একজন ছিলেন।

তিনি **১৬ই মার্চ, ২০১৮** সালে ২ জন সাথীসহ শ্রীনগরের বালহামা এলাকায় হিন্দু বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে শহীদ হন। আমরা তাদেরকে এমনই মনে করি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

শহীদ হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে তিনি একটি ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন যার লিখিত রূপ আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

মূল বক্তব্য

বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ। আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

"হে মুমিনগণ। আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।" (আল আহযাবঃ ৭০)

সাদাকাল্লাহুল আযীম।

আমার মুহাজির ও আনসার মুজাহিদ ভাইগণ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।

আজ একটি ভিডিও রেকর্ডের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার জীবন সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমার জিহাদী সফরের ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু তুলে ধরতে চাই।

২০১২ তে আমি পাকিস্তানে জিহাদি সফর শুরু করেছিলাম। জীবনের ১ম অংশে আমি মাদরাসার একজন ছাত্র ছিলাম আর সেখান থেকেই সুরা তাওবা ও আনফাল পড়ার পর; আলহামদুলিল্লাহ, মনে এ ইচ্ছা জাগলো যে- আমারও যুদ্ধের ময়দান, জিহাদের ময়দানে দিকে যাওয়া উচিত।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এ দুয়া কবুল করলেন এবং একদিন মুজাহিদিনদের ট্রেনিং সেন্টার ও সামরিক ঘাঁটিতে পৌছার সুযোগ তৈরী হলো।

প্রিয় ভাইয়েরা! সংক্ষিপ্তভাবে, আপনাদেরকে আমার জীবন সম্পর্কে বলতে চাই।

আমি পাকিস্তানে থাকাকালিন সেখানকার (জিহাদি) সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম। এরপর যখন (জম্মু) কাশ্মীরে, এখানে পৌছালাম- আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন একটি দলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন যা শরিয়াত ও খিলাফাতের ধ্বনি দিচ্ছিল।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

আমি যখন পাকিস্তানে ছিলাম, তখন দেখতাম- তাগুতি গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো মুজাহিদদের বিভিন্ন তানযীম নিয়ন্ত্রণ করছে। এজেন্সিগুলো নিজেদের চিন্তা-আদর্শ মোতাবেক নিজেদের স্বার্থের অনুগামি যে কোন কাজ মুজাহিদদের দিয়ে করিয়ে নিত। আবার নিজেদের স্বার্থের বিরোধী হলে, এরাই সেসব মুজাহিদদের দমন করার জন্য নিজেদের নিকৃষ্ট কাজগুলো করে যেতো।

এসময় মনে কখনো কখনো প্রশ্নের উদ্রেক হতো যে- এসব কী?

জিহাদ তো কারো মুখাপেক্ষী নয়। জিহাদের উদ্দেশ্য হলো তাগুতের নির্মূল ঘটিয়ে ফিতনার অবসান করা। যেমনটা কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা বলেন-

“আর তোমরা লড়াই করো তাদের সাথে যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয়।” (আল আনফালঃ৩৯)

মনে খটকা লাগত যে পাকিস্তানের অন্যান্য জায়গায় যারা শরিয়াত ও খিলাফাতের ধ্বনি উঠাচ্ছিল, তাদের মসজিদে বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে , তাদের যুবকদের জেলে ভরা হচ্ছে;
অথচ কাশ্মিরের মুজাহিদদের স্কুটি দেয়া হচ্ছে, ভালো মানের সরকারি প্রটোকল দেয়া হচ্ছে।

এভাবে আমার মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগতে শুরু করলো। তবুও নিজেকে সান্তনা দিতাম এই ভেবে যে আগে মাজলুমদের সাহায্য করার জন্য কাশ্মির(জম্মু) তো চলে যাই। সেখানে গিয়েই না হয় বাস্তবতা অনুধাবন করা যাবে।

এরপর এখানে (জম্মু কাশ্মীর) এসে অনেক খুশি হয়েছিলাম- বুরহান শহীদ রাহিমুল্লাহকে দেখে; তার কথা শুনে যে- তিনিও খিলাফাত প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ে গেছেন। তিনি একথা বলতেন যে-

“আমাদের লড়াই শুধু জুলুমের বিরুদ্ধে নয়, বরং মানবরচিত আইনের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে।”

আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

এরপর এমন একটি সময় এসেছিলো- এখানকার মুজাহিদিনগণ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে-

আমরা সকল গোয়েন্দা এজেন্সির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন তানযীম গঠন করব। পরবর্তীতে যার নাম রাখা হয়েছে- আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ ও যার আমির হয়েছেন জাকির মুসা (হাফিযাহুল্লাহ)।

তখন আমি এ সিদ্ধান্ত নিলাম যে ওই সকল তানযীম পরিত্যাগ করব। অর্থাৎ- ঐ সব তাগুতি গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রশাসনের প্রভাব থেকে জিহাদকে মুক্ত করে এমন একটি স্বাধীন তানযীম গঠন করা হবে যা সমস্ত হিন্দুস্তানে লড়াই করবে, জিহাদ করবে। যা গুজরাটের মুসলমানদের জন্যও লড়বে, যা হায়দারাবাদের মুসলমানদের জন্যও লড়বে, এমনকি সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যও লড়বে।

ঐ সকল মুসলমানদের উপর যে সব অত্যাচার-নির্যাতন চলছে তার জন্য এবং খিলাফাত প্রতিষ্ঠার জন্যও (লড়বে)। অর্থাৎ- এই শাসনব্যবস্থাকে সরিয়ে, এই শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, এখানে ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু করবে।

আলহামদুলিল্লাহ!
এই মুবারক তানযীম ও মুজাহিদিনদের সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে আর আল্লাহ তাআলা আমাকে কবুল করেছেন। আর ওই সকল তানযীম থেকে মুক্ত হয়ে আজ আমি "আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ" এ শরীক হয়েছি। এতে আমার খুবই ভাল লাগছে।

কিন্তু বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে, অনেক জায়গা থেকে নানা ধরনের টিটকারি মূলক কথা আসছে। কিছু জায়গা থেকে তো এরকম বলা হচ্ছে যে-

“আপনারা তো ১২/১৫ জন সাথী বা আপনারা তো ২০ জন সাথী। এত অল্প সংখ্যক লোক দিয়ে কী হবে? এ কয়জন দিয়ে তো কোন তানযীম বা জামাআত চলতে পারে না। হ্যাঁ, গোয়েন্দা এজেন্সীর সহায়তায় হয়ত চললেও চলতে পারে।”

প্রিয় ভাই! এ ধরনের কথা আজ নতুন নয়।

আমি আপনাদের সংক্ষেপে গাযওয়ায়ে খন্দকের ইতিহাস বলব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম) যখন পরিখা খনন করছিলেন, তিনি একটি পাথরে আঘাত করতেই বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। তিনি সালমান যার (রাযি) কে জিজ্ঞেস করলেন- "আপনি কি কিছু দেখেছেন”?

তো, সালমান (রাযি) বললেন যে তিনি দেখেছেন। ২য় বার আঘাতে যখন বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠল, তো সালমান (রাযি) কে আবার জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিলেন যে- জি দেখেছি। ৩য় বার সালমান (রাযি) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন যে- আমি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের প্রাসাদ দেখতে পেয়েছি যেগুলো আমরা বিজয় করছি।

তো ঐ সময় রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম) বললেন যে-
" হ্যাঁ, আমরা সত্যিই রোম ও পারস্যের প্রাসাদ বিজয় করব"।

তো তখন মুনাফিক ও তাদের সমগোত্রীয়রা হতো, তো বলত যে- **" দেখো, খাওয়ার জন্য কিছু নেই, পান করার মত পানি নেই, গায়ে জামা পর্যন্ত নেই; এরা আবার রোম-পারস্যকে অধীনস্ত করার, বিজয় করার দিবাস্বপ্ন দেখছে।”**

তো (মুসলিমরা ঐ সময় এত দুর্বল ছিল যে)[1] মুসলিমদের ঐ সময়কার দুঃসময়কে কুরআনুল কারীমে এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে-

"যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, উচ্চ ভূমি ও নিম্ন ভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিলো; এবং তোমারা আল্লাহ সম্পর্কে নানারূপ বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে।" (আল আহযাবঃ ১০)

---

[1] অনুবাদকের নোট

ঐ সময় পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা চলে আসছিলো।

তো আজ আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ ও সে সকল মুজাহিদিন যারা (শুধুমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করে) খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য এই দুনিয়াতে লড়ছেন, তো তাঁরাও একই রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন, হতে হচ্ছে যে-

"পিস্তল আছে তো বন্দুক নেই। বন্দুক আছে তো, গুলি-ম্যাগাজিন বা বাহিনী নেই। তারা আবার খেলাফত কায়েম করবে। খেলাফতের জন্য তো কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা প্রয়োজন।"

আল্লাহ তাআলা তো এসব শক্তি-সামর্থ্য বা সংখ্যাধিক্য দেখেন না। বরং আল্লাহ তাআলা দেখেন-

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক প্রিয়, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।"

খেলাফত ও শরীয়াত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা যদি তা আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করে দেন, তবে তা আমাদের জন্য বড় নেয়ামাত হবে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমদের জন্য এক বড় সফলতা হবে।

আর যদি আমরা এই রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, তবে প্রিয় ভাইয়েরা! এটাও আল্লাহ তাআলার অনেক বড় এক নেয়ামাত হবে। শাহাদাতের মর্যাদা যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেন তবে তাও আমাদের জন্য এক বিরাট সফলতা।

এক্ষেত্রে আমরা এটা দেখবনা যে, আমরা কতজন সাথী রয়েছি, আমাদের কী পরিমাণ শক্তি আছে, কী পরিমাণ অস্ত্র আছে, কী পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম আছে; এইসব দেখব না ।

বরং দেখব যে- আল্লাহর যে সাহায্য তা আমাদের সাথে আছে কিনা। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা সঠিক পথে আছি কিনা। এসব কিছু দেখেই এই সফরে আমাদের পথ চলা উচিত।

তো, পরিশেষে, আমি তাগুতের নিয়ন্ত্রণাধীন তানযীমের মুজাহিদিনদেরকে বলব যে-

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা!
এখন তো বোঝার সময়। কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদ বোঝার সময়। জিহাদকে ঐ সকল তাগুত নিয়ন্ত্রিত তানযীম থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে পরিচালিত করুন। শুধু তাই নয়, তাদের দাসত্ব থেকে বরং বেরিয়ে আসুন। এসব ঠিক হবে, তো তবেই জিহাদের সফলতা আসবে, বিইযনিল্লাহ।

৩০ বছর যাবৎ যে জিহাদ ও কিতাল কাশ্মিরে চলছে, তার কোন ফায়দা আমরা পাচ্ছি না। কারণ, পাকিস্তান বা অন্য কোন এজেন্সি যখন চেয়েছে তো, কাশ্মীরে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে; আবার যখন চেয়েছে, যুদ্ধ বন্ধ করে দৌড় মেরেছে। এর দ্বারা কোন ফায়দা হওয়ার নয়।

হ্যাঁ, আমরা মানি যে, যদি কেউ এই লড়াইয়ে মারা যায়, তো সে শহীদ। আল্লাহ তাদেরকে গাযওয়ায়ে হিন্দের শহীদদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করুন। আর যারা লড়াই করছেন, তারা মুখলিস মুজাহিদিন। কিন্তু তারা (তাগুতি গোয়েন্দা সংস্থা) ব্যবহৃত হচ্ছেন।

ঐ সকল মুজাহিদিনদের প্রতি আমার সর্বশেষ আবেদন হলো যে-
তারা যেন কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদ বোঝার চেষ্টা করেন। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে এ রাস্তায় অবিচল রাখেন। আর এ পথের উপর থেকেই দৃঢ়তার সাথে দুশমনদের মোকাবিলা করার তাওফিক দান করেন এবং **সব ধরনের তাগুতকে বোঝার তৌফিক দান করেন।**

আর জিহাদ যেই উদ্দেশ্যের (শরীয়া প্রতিষ্ঠা) জন্য করা উচিত, সেই উদ্দেশ্যের জন্যই যেন আমাদের জিহাদ হয়। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে কথার থেকে বেশী কাজ করার তৌফিক দান করেন।

রাব্বানা ওয়া তাকাব্বালনা মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামীউল আলীম। ওয়া আতুবু আলাইনা তাওয়্যাবুর রাহীম।